বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন

শিক্ষা

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রথম প্রকাশ
b‡f¤i ২০১৩

মূল প্রতিবেদন
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক প্রকাশিত ‘গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট: এডুকেশন’

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

অনুবাদ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন : ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org
ফেইসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh

ভূমিকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদনের এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে শিক্ষা। ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: শিক্ষা' শিরোনামে এই প্রতিবেদন একযোগে বিশ্বব্যাপী প্রকাশিত হয়েছে। মূল প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ ও বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক দায়বদ্ধতা কিভাবে কার্যকর অবদান রাখছে এর ওপর একটি প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলনটি রচিত হয়েছে। পুরো প্রতিবেদনটি www.ti-bangladesh.org এ পাওয়া যাবে।

প্রতিবেদনের প্রথম ভাগে রয়েছে এর সারসংক্ষেপ। এতে শিক্ষা খাত কেন ও কোন কোন ধরনের দুর্নীতির ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, দুর্নীতির আর্থিক মূল্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির ধরন এবং সবশেষে দুর্নীতি প্রতিরোধে একগুচ্ছ সুপারিশ, বিশেষ করে নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের প্রয়োগ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনায় জন-সম্পৃক্ততা ও নজরদারি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সম্পদ ও অর্থ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করতে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ হল: শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহের পক্ষ থেকে সবার আগে দুর্নীতিকে মানসম্মত শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা; দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতা প্রদর্শন; শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বঃপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ ও তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, স্কুল ব্যবস্থাপনা বোর্ড, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীজনকে সততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম উৎসাহিত করা।

যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৭২ এর সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ তে বলা হয়েছে রাষ্ট্র সবার জন্য বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে। বরাদ্দকৃত এই সুবিশাল অর্থ ও সম্পদ নানা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রান্তিক ও উপকার-ভোগী জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে। পুরো প্রক্রিয়ায় নানা সীমাবদ্ধতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) তার দুর্নীতি প্রতিরোধের সামাজিক আন্দোলনে স্থানীয় পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে শিক্ষাকে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় জন-সম্পৃক্ততা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে ত্রি-পক্ষীয় সততার অঙ্গীকার স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। জন-সম্পৃক্ততা ও সততার অঙ্গীকার কিভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য নিয়ে আসতে পারে তার ওপর আলোকপাত করে এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার আলোকদিয়া ইউনিয়নস্থ আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য। স্থানীয় শিক্ষা অফিস ও এর কর্মকর্তাবৃন্দ স্থানীয় পর্যায়ে এই সাফল্য ছড়িয়ে দিতে আগ্রহী। আলোকদিয়ার এই সাফল্য সারাদেশে অনুকরণীয় হতে পারে, আনতে পারে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য, নিশ্চিত করতে পারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: শিক্ষা

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি খাতগুলোর মধ্যে শিক্ষা খাত একটি বড় স্থান দখল করে আছে, যে খাতে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকারের মোট ব্যয়ের এক পঞ্চমাংশের বেশি অর্থ ব্যয়িত হয়। শিক্ষা হচ্ছে একটি মৌলিক মানবাধিকার যা ব্যক্তি, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। শিক্ষাকে বিবেচনা করা হয় উন্নততর ভবিষ্যতের চাবিকাঠি যা মানুষের জীবন-জীবিকা, মর্যাদার সঙ্গে বসবাস এবং সমাজে অবদান রাখার সামর্থ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য।

কেন শিক্ষা খাত দুর্নীতিপ্রবণ?

শিক্ষা খাত আবার বিশেষভাবে দুর্নীতিপ্রবণ। শিক্ষা খাতে সম্পদ বিতরণ করা হয় জটিল প্রশাসনিক স্তরের মাধ্যমে যেখানে কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত নজরদারির ঘাটতি থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ নাইজেরিয়ায় বিগত দুই বছরে দুর্নীতির মাধ্যমে এ খাতে ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কেনিয়াতে বিগত পাঁচ বছরে এই ক্ষতির পরিমাণ নাইজেরিয়ার দ্বিগুণ।[১] যেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার সবার জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারছে না, সেসব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা খাতের জন্য প্রতিবছর (২০১০) প্রায় ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সহায়তা যাচ্ছে। অন্যদিকে এ সহায়তার অর্থ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করার মতো সামর্থ্য সহায়তা প্রাপ্ত দেশগুলোর অনেকেরই নেই।

শিক্ষা খাতের উচ্চ মাত্রার গুরুত্ব এ খাতকে অনিয়মের আকর্ষণীয় ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। যারা শিক্ষা সেবা প্রদানকারি অনেকেই সুবিধা আদায়ের জন্য এক শক্তিশালী অবস্থানে থাকেন এবং প্রায়শই তা করে থাকেন যখন উচ্চতর পর্যায়ে দুর্নীতির কারণে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না, এমনকি পর্যাপ্ত সম্মানী পান না। অন্যদিকে, অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সবচেয়ে ভালো শিক্ষা দেওয়ার জন্য উদগ্রিব এই কারণে তারা কোন ধরনের অর্থ আদায়

নাইজেরিয়ায় বিগত দুই বছরে দুর্নীতির মাধ্যমে এ খাতে ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

১. *দেখুন অদিতকুনবো মুমুনি এবং গেরেথ সুইনি, অধ্যায় ৪.১৬ গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট: এডুকেশন, ওয়েব লিংক* www.transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_report_education

অবৈধ সেই সম্পর্কে অবহিতও থাকেন না। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েতনামের একটি প্রথিতযশা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রদেয় ঘুষের পরিমাণ দেশটির মাথাপিছু জিডিপি'র দ্বিগুণেরও বেশি।[২]

বিশ্বব্যাপী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৭০ সালের ৩২ মিলিয়ন থেকে ২০০৮ সালে ১৫৯ মিলিয়নে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার অর্থ উচ্চ শিক্ষা এখন আর কেবলমাত্র ধনীদের জন্য সংরক্ষিত নয়।[৩] উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকান্ড যেরূপ পরিবর্তনশীল প্রেক্ষিতে পরিচালিত হয় তার প্রেক্ষিতেও উচ্চ শিক্ষা খাত দুর্নীতির বিশেষ ঝুঁকিতে নিপতিত। রাষ্ট্রীয় সম্পদের যোগান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না এবং অপ্রথাগত সম্পদ ও মর্যাদার জন্য প্রতিযোগিতা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। কার্যকর তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ঘাটতির কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতিপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং কিছু ক্ষেত্রে এটি উচ্চ শিক্ষার পুরো ব্যবস্থাকে দুর্বল করে তোলে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপরাধ থাকুক বা না থাকুক গবেষণাকর্ম ও ডিগ্রীর সুনাম নষ্ট করে। যেমন শিক্ষায় জার্মানীতে উচ্চ পর্যায়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক চৌর্যবৃত্তি একটি সাধারণ ঘটনা। এছাড়া সম্প্রতি গ্রীসের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কতিপয় অধ্যাপক ৮ মিলিয়ন পাউন্ড আত্মসাতের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন।[৪]

শিক্ষা খাতে দুর্নীতির মূল্য

অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তার বৈশিষ্ট্যের কারণে শিক্ষার ওপর দুর্নীতির প্রভাব ও সংঘঠিত দুর্নীতির আর্থিক মূল্যে নির্ধারণ করা কঠিন। অনেক সময় স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার মধ্যে বিভাজন করাও কঠিন।

তরুণরাই হচ্ছে শিক্ষা খাতে দুর্নীতির প্রথম শিকার যা তাদের ব্যক্তিজীবনের সততা ও মর্যাদার তথা সার্বিকভাবে সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ভবিষ্যতের নাগরিকের জন্য সামাজিক বিনিয়োগ অর্থহীন হয় যখন অসৎ উপায়ে এবং মেধা ছাড়াই সাফল্য অর্জন করা যায়; যার ফলশ্রুতিতে অদক্ষ নেতৃত্ব ও পেশাজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি

২. *দেখুন স্টেফেনি চাও এবং ডাও থি গা, অধ্যায় ২.৬, গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট: এডুকেশন, ওয়েব লিংক www.transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_report_education*

৩. *ইউনেস্কো ইন্সটিটিউট ফর স্ট্যাটিকটিকস, কমপেয়ারিং এডুকেশন স্ট্যাটিকটিকস এক্রস দি ওয়ার্ল্ড, গ্লোবাল এডুকেশন ডাইজেস্ট ২০১০ (মনট্রিল: ইউনেসকো ইন্সটিটিউট ফর স্ট্যাটিকটিকস, ২০১০), পৃষ্ঠা ১২, ১৬২*

৪. *দেখুন সিবাশ্চিয়ান ওয়লফ (জার্মানি) অধ্যায় ৩.১৪, প্রাগুক্ত এবং ইয়োটা পাস্ট্রা (গ্রীস) অধ্যায় ৩.৬, প্রাগুক্ত।*

পায়। এতে করে সমগ্র সমাজ, এমনকি নাগরিকদের ব্যক্তি জীবনও ভূয়া ও অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার, বিচারক বা প্রকৌশলী এবং ভূয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা বিপন্ন হয়।

শিক্ষা খাতে দুর্নীতি গরীবদের ও অনগ্রসর নাগরিকদের বেশি প্রভাবিত করে, বিশেষ করে নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে

শিক্ষা খাতে দুর্নীতি গরীবদের ও অনগ্রসর নাগরিকদের বেশি প্রভাবিত করে, বিশেষ করে নারী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে; যারা ভর্তির ক্ষেত্রে অদৃশ্য খরচ বহন করতে পারে না অথবা জীবনে সাফল্য অর্জনে অবৈধ পন্থা অনুসরণ করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ক্যামেরুনের গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে শিক্ষকদের অনুপস্থিতির কারণে তিনটি শিক্ষা দিবস হারায়।[৫] দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য দরিদ্রেরা মোটেও প্রস্তুত নয়। দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেয় অথবা শিশুদের আজীবনের জন্য বিদ্যালয় ত্যাগে বাধ্য করে। একইসাথে সমাজের অসহায় নাগরিকরা তাদের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে না এবং সামাজিক বৈষম্য চলমান থাকে।

শিক্ষা খাতে দুর্নীতির বিশেষভাবে ক্ষতিকর কারণ এটি শিশুদের মাঝে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের বিরুদ্ধে শিশুরা কদাচিৎ সোচ্চার হয়; তারা দুর্নীতিকে ভবিষ্যৎ সফলতা অর্জনের পথ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে যা সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চালিত হয়। ফলে যখন দুর্নীতি একটি সামাজিক রীতিতে পরিণত হয় এবং এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়।

শিক্ষা খাতে দুর্নীতির ধরন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দুর্নীতিকে সংজ্ঞায়িত করে, "ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার"। 'বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন: শিক্ষা'য় বিদ্যালয়ে প্রবেশের আগে থেকে শুরু করে ডক্টরাল ডিগ্রী লাভ এমনকি একাডেমিক গবেষণা পর্যন্ত শিক্ষা খাতের প্রতিটি পর্যায়ে দুর্নীতির অনুপ্রবেশের উপর আলোকপাত করেছে।

৫. *দেখুন গাবরিয়াল নিউগ, অধ্যায় ২.৯, গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট: এডুকেশন ওয়েব লিংক* www.transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_report_education

শিক্ষা খাতের দুর্নীতির মধ্যে নির্মাণ কাজে ক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম, 'ছায়া বিদ্যালয়' (কেবল পাকিস্তানে এই ধরনের ছায়া বিদ্যালয় আছে ৮০০০ এর উপরে)[৬], 'ভুয়া শিক্ষক' (ghost teacher), পাঠ্যবই ও লজিটিক্স এর জন্য নির্ধারিত সম্পদ সরিয়ে ফেলা, বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ঘুষের লেনদেন, অর্থের বিনিময়ে নম্বর পাওয়া, শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি এবং জাল ডিপ্লোমা প্রদান, বিদ্যালয়ের অনুদানের অপব্যবহার, অনুপস্থিতি, এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষা দানের পরিবর্তে প্রাইভেট পড়ানোয় সময় দেওয়া (দক্ষিণ কোরিয়ার খানাগুলো এজন্য প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করে যা ২০০৯ সালে দেশটির শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয়ের ৮০%) ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।[৭] এছাড়াও 'বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন: শিক্ষা' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নির্যাতনকেও অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির ধরন স্কুলগুলোর মতই; তবে এখানে আরো কিছু সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেগুলো হলো: নিয়োগ ও ভর্তির ক্ষেত্রে অবৈধ লেনদেন, বদলির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে আবাসন সুবিধা এবং নম্বর পাওয়ার জন্য ঘুষের লেনদেন, গবেষণা কার্যক্রমে রাজনৈতিক দল এবং করপোরেটের পক্ষ থেকে অযাচিত প্রভাব বিস্তার, জ্ঞানতাত্ত্বিক চৌর্যবৃত্তি, 'ভুয়া লেখক স্বত্ত্ব', একাডেমিক জার্নালে সম্পাদনার ক্ষেত্রে অনিয়ম। এই প্রতিবেদন আরো যে বিষয়গুলোতে দৃষ্টিপাত করেছে তার মধ্যে আছে অনলাইন ডিপ্লোমা এবং প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্যের বিকৃতি, আন্তঃদেশীয় ডিগ্রির স্বীকৃতির ক্ষেত্রে দুর্নীতি, যার কারণে বিশ্বব্যাপী ৩.৭ মিলিয়নের অধিক শিক্ষার্থী ঝুঁকির সম্মুখীন।[৮]

> *উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দুর্নীতির কারণে বিশ্বব্যাপী ৩.৭ মিলিয়নের অধিক শিক্ষার্থী ঝুঁকির সম্মুখীন*

শিক্ষা খাতের জন্য সুপারিশ

অন্য যেকোনো খাতের মতো, শিক্ষা খাতে দুর্নীতির মাত্রা ঐসব দেশে অপেক্ষকৃত কম যেখানে আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততার চর্চা, সরকারি খাতের জন্য কার্যকর

৬. *দেখুন সৈয়দ আদিল গিলানি, অধ্যায় ২.২, গ্লোবাল করাপশান রিপোর্ট: এডুকেশন ওয়েব লিংক www.transparency.org/whatwedo/pub/global_corruption_report_education এবং নিউজ ইন্টারন্যাশনাল (পাকিস্তান), 'বিলিয়নস সান্ক ইন ৮,০০০ গোস্ট স্কুলস: অফিসিয়াল', ১৮ জুলাই ২০১২*

৭. *মার্ক ব্রে এবং চাদ লাইকিনস, শেডো এডুকেশন: প্রাইভেট সাপ্লিমেন্টরি টিওটোরিং এন্ড ইটস ইম্পলিকেশনস ফর পলিসি মেকারস ইন এশিয়া (ম্যানিলা: এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক, ২০১২), পৃষ্ঠা ২১, ফিগার ১, কোরিয়ান ন্যাশনাল স্ট্যাটিটিক্যাল অফিস ২০১১-২০১২ থেকে উদ্বৃত।*

৮. *ওইসিডি, এডুকেশন এট এ গ্ল্যান্স ২০১১ (প্যারিস: ওইসিডি, ২০১১)।*

শিক্ষা নিজেই হতে পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি সহায়ক উপাদান

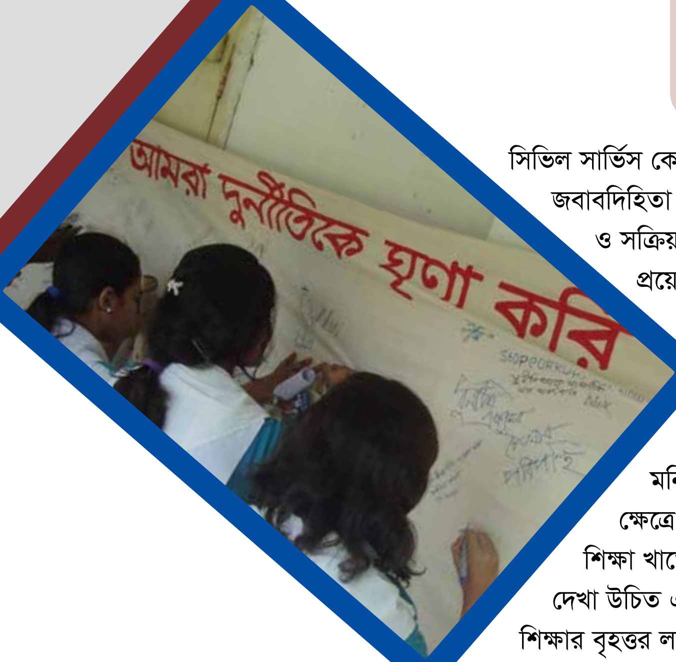

সিভিল সার্ভিস কোড এবং শক্তিশালী জবাবদিহিতা পদ্ধতি, স্বাধীন গণমাধ্যম ও সক্রিয় সুশীল সমাজ। আইন প্রয়োগের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন: ক্রয় নীতিমালা, অডিট, আচরণ বিধি, স্বচ্ছতা ও মনিটরিং ব্যবস্থা দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। শিক্ষা খাতে দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগকে দেখা উচিত এর গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষার বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য অপরিহার্য উপায় হিসেবে, অন্যকোনো প্রতিযোগী উদ্যোগের উপাদান হিসেবে নয়।

'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: শিক্ষা' এর একটি অন্যতম সুপারিশ হলো শিক্ষা নিজেই হতে পারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি সহায়ক উপাদান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের সামাজিক দায়িত্ব ও গুরুত্বকে শিক্ষানীতি ও দুর্নীতিবিরোধী নীতিমালার পুরোভাগে রাখতে হবে। প্রায়শই শিক্ষকদের প্রতিই দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বাস্তবে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতি শিক্ষকদের পর্যাপ্ত বেতন না পাওয়া অথবা অবমূল্যায়ন শিক্ষকদের দুর্নীতির অন্যতম কারণ। নীতি নির্ধারকদের বোঝা উচিত শিক্ষকগণ হবেন অনুকরণীয় মডেল এবং বিদ্যালয় হলো সামাজিক উন্নয়নের উৎসস্থল ও শিক্ষকদের এমনভাবে প্রশিক্ষিত করতে হবে যেন তারা অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব হতে পারেন।

নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক সদিচ্ছা

বৈশ্বিক পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা খাতের দুর্নীতিকে বোঝা উচিত মানবাধিকারের প্রতিবন্ধক হিসেবে। দুর্নীতি মোকাবেলার উদ্যোগ নির্ভর করে উঁচু পর্যায়ে। সৎ নেতৃত্ব হতে পারে দুর্নীতি হ্রাসের শক্তিশালী উপাদান।

সবার আগে দুর্নীতিকে মানসম্মত শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে

- শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়সমূহের পক্ষ থেকে সবার আগে দুর্নীতিকে মানসম্মত শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতার ঘোষণা হতে হবে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও মানকে শক্তিশালী করার প্রথম পদক্ষেপ।
- শিক্ষা খাতে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা প্রণয়ন ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানবাধিকার বিষয়ক সকল আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন: বিশ্ব ব্যাংক, ইউনেস্কো এর পক্ষ থেকে শিক্ষা খাতে দুর্নীতি মোকাবেলায় সরকারি উদ্যোগে সহায়তা প্রদানে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ২০১৩ সালে চলমান সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সকলের জন্য অবৈতনিক ও গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন বিষয়ক নির্দেশক তৈরির সুযোগ করে দিবে।

স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতা কাঠামো হবে যথেষ্ট শক্তিশালী যাতে শিক্ষা খাতে সকল ধরনের দুর্নীতি প্রতিরোধে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

- তথ্য অধিগম্যতা আইনে শিক্ষা খাতের সকল তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে এবং জনস্বার্থে স্বঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। সরকার কর্তৃক স্বচ্ছ ও সহজলভ্যভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের তথ্যসমূহ নজরদারিতে রাখার জন্য জেলা ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অভিভাবক-শিক্ষক এসোসিয়েশনকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
- উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে সহজ, স্বচ্ছ ও সহজগম্য শিক্ষা নির্দেশিকা থাকতে হবে যাতে করে শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য অংশীজন শিক্ষা ব্যবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানে পরিবর্তন ও সুনাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে।
- উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির স্বার্থে সুশাসনভিত্তিক অবস্থান নিরূপণের পদ্ধতির অনুসন্ধান করতে হবে।

জবাবদিহিতা

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ব্যবস্থায় সুস্পষ্ট ও সহজভাবে সংশ্লিষ্ট বিধি এবং নিয়মনীতি বিবৃত থাকতে হবে, অবশ্যপালনীয় নীতিমালা পরিবীক্ষণের জন্য নির্দেশনা থাকতে হবে, ঐ সকল নীতিমালা পালন না হলে কি ধরনের পরিণতি হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে এবং পক্ষপাতহীনভাবে জবাবদিহিতার নীতিমালাগুলো প্রয়োগ করতে হবে।
- বিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি প্রণীত হতে হবে সকল অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের জানতে হবে কোন আচরণগুলো দুর্নীতি হিসেবে বিবেচিত হবে, বিশেষ করে সেই সকল যথাযথ পেশাগত আচার-আচরণ যা প্রচলিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। যদি কখনো কোনো ধরনের নিয়মনীতি লঙ্ঘন হয় সেক্ষেত্রে আচরণবিধিতে সহজবোধ্য ও সময়োচিত প্রতিকারের সুযোগ থাকতে হবে।

যদি কখনো কোনো ধরনের নিয়মনীতি লঙ্ঘন হয় সেক্ষেত্রে আচরণবিধিতে সহজবোধ্য ও সময়োচিত প্রতিকারের সুযোগ থাকতে হবে

- স্কুল ব্যবস্থাপনা বোর্ড, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং অন্যরা সততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবেন যাতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম অনুপ্রাণিত হয় এবং বিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পায়।
- সুশীল সমাজ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার কাঠামোতে সম্পৃক্ত হবে যাতে করে জবাবদিহিতার সম্প্রসারিত সুযোগ বিকশিত হয়। এই ধরনের কাঠামো শিক্ষা খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

আইনের প্রয়োগ

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যেন শিক্ষা খাতে দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ নিশ্চিত করা যায়।
- শিক্ষা খাতের দুর্নীতির আইনগত প্রতিকার শুধুমাত্র ফৌজদারি অপরাধের বিষয় নয়। সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আত্মসাৎ এবং প্রতারণার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ পুনরুদ্ধারে স্থানীয় উদ্যোগে সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনে জনস্বার্থে মামলা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্পাদিত সরকারি নিরীক্ষা একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে যথাযথ অর্থায়ন করতে হবে।
- জনগণ যাতে সহজভাবে অভিযোগ দায়ের করতে পারে সেজন্য সরকার কর্তৃক বিশেষায়িত জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান যেন সহযোগী দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও বিধির মাধ্যমে শিক্ষা খাতে সকল পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে তাদের জন্য অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক তথ্য প্রকাশের উপায় এবং ফলো-আপ পদ্ধতি স্পষ্ট করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতেও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে যেন সকল শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তা কর্মচারিরা অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকভাবে তাদের উদ্বেগ প্রকাশের নির্ভরযোগ্য মাধ্যম পায় এবং সকল ধরনের প্রতিহিংসা ও বৈষম্য থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

যুব সমাজ কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে

জন সম্পৃক্ততা ও নজরদারি

শীর্ষ পর্যায়ের দুর্নীতিবিরোধী নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং এটা শুরু হবে জনগণের দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষার অধিকারের দাবী থেকে।

- বিদ্যালয় পর্যায়ে অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ও নজরদারিকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাধারণত প্রথম ধাপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রায়শই অভিভাবকরা, বিশেষ করে দরিদ্রদের যে ধরনের বহিঃস্থ প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় সেগুলো বিবেচনায় রাখা হয় না। দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমকে অবশ্যই অভিভাবকরা যে সকল প্রতিবন্ধকতা ও বাস্তবতার মুখোমুখি হন তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং নাগরিক অংশগ্রহণের গুরুত্বের স্পষ্টীকরণ করতে হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের জন্য প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম থাকতে হবে এবং তার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের যোগান দিতে হবে।

- যুব সমাজ কর্তৃক দুর্নীতি প্রতিরোধে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করাকে বিশেষ প্রাধান্য দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে অভিনব হাতিয়ার ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে জনমত সৃষ্টির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই ভূমিকা আরো জোরদার করা যাবে যদি যুব সমাজকে অন্যান্য অংশীজনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ও শিখনের আদান-প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। শিক্ষার্থী ও পরবর্তী প্রজন্মকে আরো বড় ধরনের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য এখনো অনেক কিছু করার আছে।

ঘাটতির নিরসন

- শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে নতুন ধরনের শুদ্ধাচার ও প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে করে কোন কাজটি ভালভাবে হচ্ছে আর কোন্‌টি হচ্ছে না তা যাচাই করা যায়। শিক্ষা খাতের দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণা এখনো দুর্নীতির বিস্তারিত পরিমাপের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে; দুর্নীতির অন্তর্নিহিত কারণ এবং সফল উদ্যোগের ওপর ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
- আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সনদের ১৩ (সি) ধারা অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধ জনশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূণ্য সহনশীল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এখনো অনেক কিছু করার আছে। পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকবে, তবে সরকারের উচিত পাঠ্যক্রমে দুর্নীতিবিরোধী বিষয়ের সূচনা করা ও এগুলোকে অন্যান্য বিষয়ের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষকদের নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করা। মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা - দুর্নীতিবিরোধী ও শুদ্ধাচার শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারে।

- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

  বিশেষ করে, প্রফেশনাল স্কুল নৈতিকতা প্রশিক্ষণের জন্য নতুন পদ্ধতির প্রতি গুরুত্বারোপ করতে পারে যা শিক্ষার্থীদেরকে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সততার সাথে কাজ করার জন্য প্রস্তুত করবে।

শিক্ষা খাতে দুর্নীতি প্রতিকারে সরল কোনো পথ নেই, কিন্তু উপরে যে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে এবং 'বৈশ্বিক দুর্নীতি প্রতিবেদন: শিক্ষা'-য় যে উদ্যোগগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো শিক্ষা খাতে দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। যদিও বিভিন্ন দেশের সরকারের ওপর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তথাপি দুর্নীতি দমনে যে কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রাখতে হবে এবং এক স্থানে যেটি সফল অন্য স্থানে সেটি সফল নাও হতে পারে। 'বৈশ্বিক দুর্নীতির প্রতিবেদন: শিক্ষা' আপনার স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, অঞ্চল, জেলা এবং দেশের জন্য উপযোগী উপাদান ও সমাধানের সূত্র হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষাকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী সমাজ, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী, গবেষক, অভিভাবক এবং বিশ্বের নাগরিকদের কাছে এটি একটি আবেদন। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কমপক্ষে এতটুকুরই দাবীদার।

প্রাথমিক শিক্ষায় দুর্নীতি প্রতিরোধ

বাংলাদেশে সামাজিক দায়বদ্ধতার কার্যক্রম

ইফতেখারুজ্জামান[১]

বাংলাদেশ
১৪ শতাংশ

জনগণ মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত বা উচ্চ মাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত

সূত্র: 'গ্লোবাল করাপশান ব্যারোমিটার ২০১৩', ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

২০১২ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায়, খানাসমূহের আয়ের গড়ে ৪.৮ শতাংশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি প্রশাসন, বিচার, পুলিশ ও আয়কর এই ছয়টি নির্বাচিত খাতে দুর্নীতির কারণে ব্যয় হয়। উচ্চ আয়ের খানাসমূহে এই অর্থ ব্যয়ের হার (১.৩ শতাংশ) দুর্নীতির গড় হার থেকে কম। পক্ষান্তরে, নিম্ন আয়ের খানাসমূহে এই হার অতি উচ্চ (৫.৫ শতাংশ)।[২]

দুর্নীতির সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব শিক্ষা ক্ষেত্রে দৃশ্যমান এবং এটি স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। দুর্নীতির ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যা সামাজিক বৈষম্যকে আরও প্রকট করছে। ঘুষ প্রদানের হার (জরিপকৃতদের অভিজ্ঞতার আলোকে) ২০০৭ সালে ৩৯ শতাংশ থেকে ২০১০ এ ১৫ শতাংশে এবং ২০১২ তে ১৪.৮ শতাংশে হ্রাস পেলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতির ফলে সেবাগ্রহীতার জন্য শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, অবনতি ঘটেছে শিক্ষার মানে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সংকুচিত হয়েছে।[৩]

---

১ *ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। এই প্রবন্ধটি প্রণয়নে সহযোগিতা করেছেন মোহাম্মাদ হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গবেষণা ও পলিসি), টিআইবি।*

২ *জরিপটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: টিআই বাংলাদেশ, 'সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২', www.ti-bangladesh.org/files/HHSurvey-ExecSum-Eng-fin.pdf (accessed 3 May 2013)।*

৩ *উপরোক্ত।*

টিআইবি পরিচালিত আরেকটি জরিপে ৬৬ শতাংশ খানার উত্তরদাতা বলেন যে, সন্তানকে প্রথম শ্রেণীতে (৫-৭ বছর বয়স) ভর্তিকালে তাদেরকে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। উল্লেখ্য যে, আইন অনুযায়ী এই ভর্তি বিনামূল্যে সম্পাদিত হওয়ার কথা। এই জরিপে ২০ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে, পাঠ্যবই পাওয়ার জন্য তারা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিয়েছেন, ১৯ শতাংশ ছাত্রকে উপবৃত্তির টাকা গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে হয়েছে এবং ৭৭ শতাংশ ছাত্র, শিক্ষকদের মাঝে পক্ষপাতসুলভ আচরণ দেখেছেন বলে জানিয়েছেন।[৪]

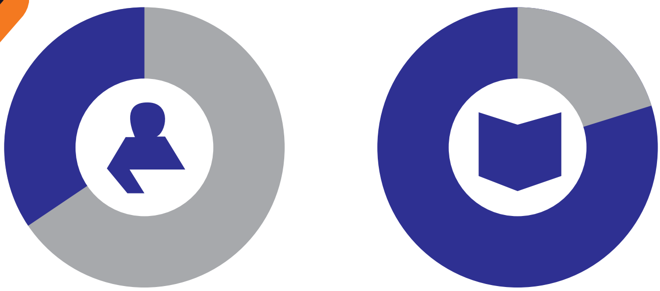

৬৫.৭%
ছাত্রকে ভর্তি হওয়ার জন্য
নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে
যা আইন অনুযায়ী বিনামূল্যে হওয়ার কথা

২০.৩%
ছাত্রকে পাঠ্যবই পাওয়ার জন্য
নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে

সূত্র: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর বেইজলাইন জরিপ

চিত্র ৪.৬: বাংলাদেশে ঘুষের চিত্র

সততার অঙ্গীকার প্রক্রিয়া

এ প্রেক্ষাপটে টিআইবি শিক্ষা খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যাতে স্বঃপ্রণোদিত হয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে সেজন্য বেশকিছু সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একগুচ্ছ সামাজিক দায়বদ্ধতার হাতিয়ার প্রয়োগের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এই সম্পৃক্তকরণ সেবাপ্রদানকারীর সাথে সেবাগ্রহীতার সততার অঙ্গীকারে রূপান্তরিত হয়।

---

৪ *টিআই বাংলাদেশ, 'বেইজলাইন জরিপ ২০০৯', 'পরিবর্তন-ড্রাইভিং চেঞ্জ' প্রকল্পের অপ্রকাশিত প্রতিবেদন।*

সিটিজেনস্ রিপোর্ট কার্ড

প্রতিষ্ঠানের সেবায় গুণগত মানোন্নয়নে লক্ষ্যে অধিপরামর্শমূলক কাজের হাতিয়ার হিসেবে সিটিজেনস্ রিপোর্ট কার্ড (সিআরসি) ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে কর্ম-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, কোনো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের পদ্ধতি ও অন্যান্য সেবায় অভিভাবকগণ কতটুকু সন্তুষ্ট তার মাত্রা নিরূপণ করতে পারে সিআরসি।

মাঠপর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারী তথা অভিভাবকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর মতামত সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের সমন্বয়ে দলীয় আলোচনা, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উপস্থিতিতে সিআরসি'র প্রাপ্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ পদ্ধতির ফলে, একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় তথ্য জানার মাধ্যমে সচেতন হচ্ছেন, অন্যদিকে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তথ্য ও পরামর্শ প্রদান এবং নাগরিক সনদ

তথ্যে অভিগম্যতাকে সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের পথে চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনগণ অনেক সময় তাদের অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে না জানার কারণে দুর্নীতির শিকার হন। সাধারণ জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে টিআইবি ঢাকাসহ সারাদেশের ৪৬টি জেলা ও উপজেলায় 'ভ্রাম্যমাণ তথ্য ও পরামর্শ ডেস্ক' কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে (হাসপাতাল ও স্থানীয় সরকারসহ) আগত সেবাগ্রহণকারীগণ সরসরি উপকৃত হচ্ছেন। এছাড়া টিআইবি জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পথনাটকসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের তথ্যসমৃদ্ধ করার মাধ্যমে 'দুর্নীতি জীবনধারায় অপরিহার্য' এরূপ ধারণা বা বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করা।

তথ্যে অভিগম্যতা সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের পথে চাবিকাঠি

নাগরিক সনদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা শক্তিশালী হচ্ছে।

সনদে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাসমূহের বর্ণনা; সেবার ধরন, পরিমাণ ও মান; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সেবার মূল্য; সেবা প্রাপ্তির সময়, কার নিকট কোন্ ধরনের সেবা পাওয়া যাবে ইত্যাদি বিষয় তালিকা আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। এতে এমনকি সেবা প্রাপ্তিতে বঞ্চনার অভিযোগের প্রতিকারের প্রক্রিয়াও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে।

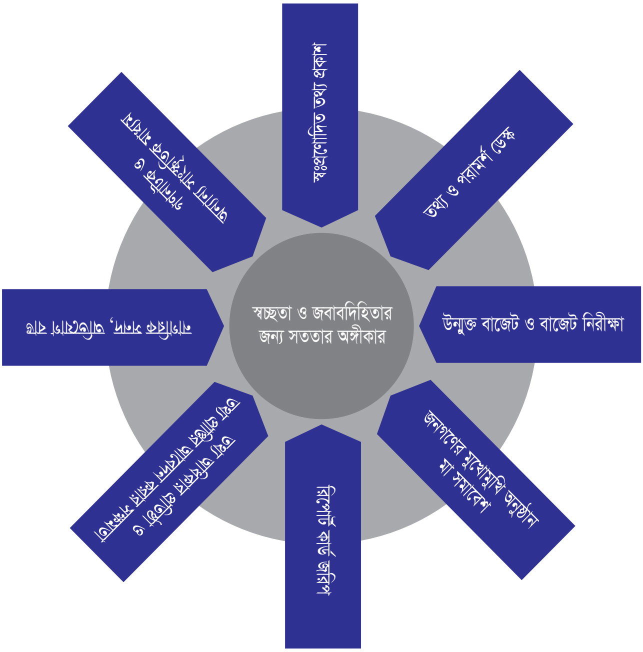

চিত্র: সততার অঙ্গীকারের উপাদান

অংশগ্রহণমূলক বাজেট

সততার অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যালয়ের বাজেট নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণে জনগণের অংশগ্রহণ একটি প্রধান উপাদান। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক বিশেষ করে, মায়েদের অংশগ্রহণ বাজেটটিকে আরও অধিক উপযুক্ত, স্বচ্ছ ও কার্যকর করে তোলে। এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় মায়েদের অংশগ্রহণ বাজেটটিকে আরও অধিক উপযুক্ত, স্বচ্ছ ও কার্যকর করে তোলে

অভিভাবকদের সচেতনতা ও প্রেরণার প্রয়োজন। সাক্ষরতা এ ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে বিধায় জনগণের অর্থে পরিচালিত সরকারি বিদ্যালয়গুলোর প্রতিটি বাজেট প্রণয়নের সময় বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় যাতে তারা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে গুরুত্বসহকারে যুক্ত হন। পুরো প্রক্রিয়ার প্রায়োগিক দিক হলো বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জনগণের সামনে আয়-ব্যয়ের হিসাব; উপবৃত্তি প্রদান; এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন ও ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে হয়।

জনগণের মুখোমুখি সভা

জনগণের মুখোমুখি বিষয়ক সভাসমূহ (এতে যেহেতু মূলত ছাত্রছাত্রীদের মায়েদের সম্পৃক্ত করা হয়, সেজন্য এটি স্থানীয়ভাবে ‘মা সমাবেশ’ নামে পরিচিত) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য এক ধরনের ফোরাম যেখানে তারা সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের ও মতামতের উত্তর দেন। এ ধরনের সভাগুলোতে সাধারণত ১৫০ থেকে ২৫০ জন এবং কখনো কখনো আরো বেশী মায়েরা অংশগ্রহণ করে থাকেন।

‘সততার অঙ্গীকার’ সেবা প্রদানের প্রতিটি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্নীতি হ্রাস করতে পারে

সততার অঙ্গীকার

২০০৯ সালে টিআইবি প্রথম ‘সততার অঙ্গীকার’ কার্যক্রম শুরু করে। এটি ক্ষুদ্র পরিসরের সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার একটি হাতিয়ার যা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, এর বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদান পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রতিটি পর্যায়ে উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্নীতি হ্রাস করতে পারে। এই কার্যক্রম জনগণের ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত যা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, পর্যবেক্ষণ গ্রুপ ও স্থানীয় সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)[৫]-র মাঝে

৫ *সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) টিআইবি’র অনুপ্রেরণায় স্থানীয় পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে নাগরিক সম্পৃক্ততার অংশ হিসেবে গঠিত নাগরিকদের ওয়াচডগ ফোরাম।*

একটি ত্রি-পক্ষীয় সততার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হয়।

বর্তমানে দেশের ২৫টি জেলা/উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকারের ২৭টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সততার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হয়েছে। সততার অঙ্গীকার কার্যক্রম কীভাবে প্রাথমিক শিক্ষার মানে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে তেমনি একটি উদাহরণ হলো টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 'সততার অঙ্গীকার' কার্যক্রমের মতোই আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে একটি গঠনমূলক জনসম্পৃক্ততা প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থানীয় সনাক বিভিন্ন জনঅংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল।

সততার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৭৩ শতাংশ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার ২৫-৩০ শতাংশ থেকে নেমে ৩ শতাংশে এসেছে

জনসম্পৃক্ততাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে রূপ দান করতে সনাক স্থানীয় জনগণের মধ্য হতে তিন থেকে পাঁচ জনের একটি স্কুল পর্যবেক্ষণ দল গঠন করেছিল। এই দলটি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও স্থানীয় সনাকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে এই দলটি আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সততার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সনাকের মূল সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়।

সরকারিভাবে ১০টি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অগ্রগতি সাধনে বিদ্যালয়ের মানভিত্তিক গ্রেডিং চালু করা হয়। এই ব্যবস্থায় সহকারি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এলাকাভুক্ত বিদ্যালয়গুলোকে 'এ' থেকে 'ডি' পর্যন্ত গ্রেডিং করতে পারেন। 'এ' গ্রেডের বিদ্যালয়গুলো গ্রহণযোগ্য মানের বলে ধরা হয়। এইক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো: ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, ঝরে পড়া ও সমাপনী পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের সাফল্যের হার এবং শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা ও উপস্থিতির হার ইত্যাদি।[৬]

---

৬ *আরও বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত এলাকার স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তি, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যকরতা, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও আকর্ষণ ক্ষমতা, সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং তথ্য ও দলিল সংরক্ষণের মান: সাদেকুল ইসলাম, 'অ্যাকসেস উইথ কোয়ালিটি ইন প্রাইমারি এডুকেশন: রি-ইনভেনটিং ইন্টার-অর্গানাইজেশনাল সিনারজি', বাংলাদেশ এডুকেশন জার্নাল, ভলিউম ৯ (২০১০), পৃষ্ঠা ৫-১৭ এ বর্ণিত।*

সততার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হওয়ার আগে আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি 'বি' গ্রেডের বিদ্যালয় ছিল। এটি বাস্তবায়নের পর[৭] বিদ্যালয়টি এখন 'এ' গ্রেডে[৮] উন্নীত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৭৩ শতাংশ থেকে ৯৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, ঝরে পড়ার হার ২৫-৩০ শতাংশ থেকে নেমে ৩ শতাংশে এসেছে এবং শ্রেণীর চূড়ান্ত পরীক্ষা ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার আগের ৭০ শতাংশ[৯] থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতভাগে। মানচিত্র, ছবি, স্কেল, বোর্ড, ডাস্টার, চক ইত্যাদি শিক্ষা উপকরণ শিক্ষকরা তাদের পাঠদানে নিয়মিত ব্যবহার করেন। এছাড়া পাঠ্যসূচির বাইরের কার্যক্রম যেমন: খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এখন বিদ্যালয়ে নিয়মিত আয়োজিত হয়ে থাকে। ত্রৈমাসিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রতি তিন মাসে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদানের একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূত কোনো অর্থ ছাড়াই এখন বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করা হয়। বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

অধিকন্তু, শিক্ষকরা এখন নিয়মিত ক্লাস নেন। প্রাইভেট পড়ানো বন্ধ হয়ে গেছে, তবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন অনুসারে তাদের বিশেষ তদারকি করা হয়। শারীরিক নির্যাতন যা কিনা একসময় একটি সাধারণ রীতি ছিল তা এখন বন্ধ হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন অনেক বেশি জেন্ডার সংবেদনশীল বিশেষ করে, ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে। যেমন: তাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি অনেক সক্রিয় হয়েছে এবং নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য বসছে।

আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সকল অংশীজনের মধ্যে একধরনের অধিকারবোধ তৈরি হয়েছে। বিদ্যালয় নিয়ে এখন এলাকার বাইরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। উপরন্তু, স্থানীয় সরকারি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এলাকার অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়েও সততার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৭ *স্কুল পর্যায়ে সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০৩ সালে এবং সততার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরিত হয় ২০১০ সালে।*

৮ *স্কুল থেকে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।*

৯ *তথ্যগুলো টিআই বাংলাদেশ কর্তৃক মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে স্কুল এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে সংগৃহীত।*

সততার অঙ্গীকারের একটি মডেল

সততার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি - ১ম পক্ষ) নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন:

১. বিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত এলাকার ৬ বছরের ঊর্ধ্বের সকল ছেলেমেয়ের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন; ছাত্র-ছাত্রীদের একটি তালিকা তৈরি ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করবেন;

২. দুর্নীতি ও ঘুষ প্রদান থেকে বিরত থাকবেন এবং এসব অনিয়ম হ্রাসে সকল ধরনের উদ্যোগ নেবেন;

৩. প্রাপ্ত সম্পদের ভিত্তিতে শিক্ষার মান যতটা সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করবেন;

৪. বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসহ সকল প্রকার ক্রয় প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন এবং নিয়মিতভাবে এ সংক্রান্ত সকল তথ্য স্বঃপ্রণোদিতভাবে জনগণকে অবহিত করবেন;

৫. উপবৃত্তি ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের তথ্য প্রকাশ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং সকলের জন্য তা সহজলভ্য করবেন;

৬. স্থানীয় জনগণকে বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করবেন;

৭. উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ এই ধরনের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা লাভে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন;

৮. ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেবেন;

৯. শিক্ষার মানোন্নয়নে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সাথে পরামর্শ করবেন;

১০. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবেন; এবং

১১. বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা নিশ্চিত করতে নিয়মিত 'মা সমাবেশ'-এর আয়োজন করবেন।

স্থানীয় জনগণের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধি বা বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ গ্রুপ (২য় পক্ষ) সততার অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষরের মাধ্যমে

সততার অঙ্গীকার যথাযথ বাস্তবায়ন ও তদারকি না হলে তা নিম্নমানের ফলাফল বয়ে আনবে, এমনকি পুরো প্রক্রিয়াটিই তখন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে

নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন:

১. বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ গ্রুপ স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (১ম পক্ষ)-র সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন এবং শিক্ষা সেবায় সর্বোচ্চ মান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে এ সংক্রান্ত সকল কাজে ১ম পক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবেন;

২. সকল ব্যয় পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্যালয়ের সকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবেন।

সততার অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে সনাক (৩য় পক্ষ) নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন:

১. ১ম ও ২য় পক্ষকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন এবং সক্ষমতা তৈরিতে তাদের সাহায্য করবেন, যেন বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার কৌশলের ক্ষেত্রে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়;

২. সকল পক্ষের কাজের সমন্বয় সাধন করবেন এবং সততার অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়নে পরামর্শ প্রদান করবেন;

সততার অঙ্গীকার - চ্যালেঞ্জ:

শিক্ষা খাতের ন্যায় স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য খাতেও সততার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং একই ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তিনটি পক্ষই মনে করে যে, এ ধরনের কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন সবার মধ্যে অধিকারবোধ ও আগ্রহ আরও বাড়াবে, যা অধিকতর কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্র তৈরি করবে। তবে এক্ষেত্রে যথাযথ বাস্তবায়ন ও তদারকি না হলে তা নিম্নমানের ফলাফল বয়ে আনবে, এমনকি পুরো প্রক্রিয়াটিই তখন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

সততার অঙ্গীকারের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ:

- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত সীমিত বাজেট, অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি পরিবর্তন আনার সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করতে পারে। তবে, বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পরিবর্তন, সহায়ক নীতি প্রণয়ন এবং

জাতীয় পর্যায় থেকে পর্যাপ্ত বাজেট ও প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধি পেলে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

- সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দক্ষতা ও সক্ষমতার ওপর সততার অঙ্গীকারের সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে। এছাড়াও এর সফল বাস্তবায়নে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণও প্রয়োজন।

- অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারের মতো যেহেতু এ ধরনের অঙ্গীকারের কোন আইনী বাধ্যবাধকতা নেই, তাই এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোনো পক্ষের দ্বারা অঙ্গীকারের কোনো ধারার লঙ্ঘন হলে তা প্রতিকারের কোনো আইনী সুযোগও নেই। তথাপি, এ ধরনের সামাজিক অঙ্গীকারের সফলতা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ধারাবাহিকভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ও অধিকারবোধের ওপর। আর এজন্য প্রয়োজন অব্যাহত রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও প্রশাসনিক সহযোগিতার।

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩

ফোন : ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০

ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১

ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট : www.ti-bangladesh.org

ফেইসবুক : www.facebook.com/TIBangladesh